24

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 01 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ৭ ...

ঢাকা ভার্সিটির অনার্স ও মাস্টার্স ফাইনাল

হরতালে পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ ঃ পরীক্ষার শিডিউল এলোমেলো

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে অনুষ্ঠেয় অনার্স এবং মাস্টার্স পরীক্ষার সময়সূচী পরিবর্তন করবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে হরতালজনিত কারণে ব্যাহত হয়ে যাওয়া পরীক্ষাগুলি সবশেষে গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে; বিরোধীদলগুলোর আবারও লাগাতার হরতাল আহবানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার সময়সূচী পুনর্বিন্যাসে বিপাকে পড়েছেন। দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছে পরীক্ষার্থীরা। তাই তারা পরীক্ষা পিছানোর দাবী করেছে।

জানা গেছে, কর্তৃপক্ষ একাধিকবার সভায় বসে পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করেন। সূত্র জানান, এ সময় বিরোধীদলগুলোর আন্দোলনের বিষয়টিও ভেবে দেখা হয়েছিল। কিন্তু ১৬, ১৭, ১৮ সেপ্টেম্বর লাগাতার হরতালের পর আবারও ৭, ৮ অক্টোবর এবং ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ অক্টোবর হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে অনেকেই এটি ভাবতে পারেননি। অন্যদিকে বিরোধীদলগুলির আন্দোলন কর্মসূচীর সঙ্গে সমন্বয় করতে গেলে একাডেমিক ক্যালেন্ডার ব্যর্থ হয় আর একাডেমিক ক্যালেন্ডার ব্যর্থ হলে সেশনজট আবারও বাড়বে। এ কারণে কর্তৃপক্ষ ১৭ অক্টোবর থেকে সামাজিক বিজ্ঞান ও কলা অনুষদের অনার্স ও মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করেন। এছাড়া পরবর্তীতে বিজ্ঞান, আইনসহ অন্যান্য পরীক্ষার সময়সূচীও ঘোষণা করা হয়।

গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষার্থী একদল ছাত্র ভাইস চ্যান্সেলরের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করে এবং পরীক্ষা পিছানোর দাবী করে। এই ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ হচ্ছে অনেক বিভাগের এখন কোর্স শেষ হয়নি। কিন্তু পরীক্ষা হবে প্রতিদিনই। এ কারণে পরীক্ষার সময়সূচীর মধ্যে বিরতি দিতে হবে ৪/৫ দিন করে।

অন্যদিকে, কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে অক্টোবর থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে মার্চ মাস পর্যন্ত

(৪-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **হরতালে পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ**

পরীক্ষা চলবে। এর মধ্যে বেশী বিরতি দেয়া হলে আবারও পরীক্ষা ব্যাহত হবার আশংকা রয়েছে।

এদিকে গতরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত পরীক্ষার সময়সূচী পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, পরীক্ষার সময়সূচী কতদিন এবং কতবার পিছানো যায়! তিনি বলেন, আমাদের পরীক্ষা হবে আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত। মার্চ মাস পর্যন্ত কি বিরোধীদল আমাদের জন্য বসে থাকবে?

এদিকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী বিরোধীদল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করে পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণার কথা বলেছেন।

১৭ অক্টোবর থেকে যেসব বিভাগের পরীক্ষা শুরু হবে সেগুলি হচ্ছে কলা অনুষদের বাংলা, ইংরেজী, দর্শন, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ইসলামী শিক্ষা, আরবী, ফার্সী, সংস্কৃতি ও পালী, ভাষাতত্ত্ব, নাটক ও নাট্য তত্ত্ব, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোক প্রশাসন, নৃবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতি।